যায়যায়দিন

4 JAN

যদি বলি ভর্তি সন্ত্রাস! যদি বলি ডাকাতি ! ভুল হবে আমার ? ত্রাস সৃষ্টি ; আর জোর করে কিছু করার নামইতো সন্ত্রাস। তবে ভর্তি সন্ত্রাস নয় কেন? আজকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নামে যা হচ্ছে তা তো জোরজুলুমেরই নামান্তর। শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগে ৪/৫ লাখ ! এওকি সম্ভব ? এতো দেখি আতঙ্কের কথা। ত্রাস সৃষ্টির মতইতো। রাজধানীর ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে তাইতো হচ্ছে। জানি এটাকে সবাই ভর্তিবাণিজ্য বলে আখ্যা দেন। আমাদের পত্রপত্রিকাগুলোও হেডলাইন করে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে। অনেক বছর ধরেই দেশের নামিদামি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি বাণিজ্য চলছে। যাকে আমি ভর্তি সন্ত্রাস বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। দেশে আরও মানসম্মত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো না গেলে বোধ করি এ ভর্তি সন্ত্রাস চলবেই; বন্ধ হবে না।

প্রতিবছরের মতো এবারও মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের তদবিরের আড়ালে শুরু হয় ভর্তি বাণিজ্যের এ প্রক্রিয়া। যা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে।

অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য সমূলে উৎপাটন চাই

মীর আব্দুল আলীম

তবে এখনও বেশি বেশি লেনদেন হলে অনেক ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি অসম্ভব কিছু নয়। অবাক করবার মতো বিষয় হলো ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের তালিকায় আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের নামও শোনা যায়। সন্ত্রাসীরা অন্ধকার জগৎ ছেড়ে সুশীল-সভ্য সমাজের শিক্ষাঙ্গনের দিকে যদি হাত বাড়ায়, তাহলে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে! মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ড থেকে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ নিয়মের বাইরে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। গভর্নিং বডির সদস্য ও অধ্যক্ষরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করে থাকেন। সুপারিশের আলোকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে গিয়ে তারা নিজেদের দুর্নীতিকেও হালাল করে নেন। আর এভাবেই ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোটি কোটি টাকার অবৈধ বাণিজ্য করে থাকে। প্রতিবছর এভাবে অভিভাবকদের পকেট থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটলেও সরকারি কোনো পদক্ষেপ চোখে না পড়ার বিষয়টি দুঃখজনক। অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়ার অশুভ এ সংস্কৃতি যদি শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে ফেলে, তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভালো ও নামিদামি একটি স্কুলে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর চাইতে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তাই বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) তথ্য অনুযায়ী রাজধানীতে ২৪টি সরকারি স্কুল, ৩ শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় ৫ শত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩ শতাধিক ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ও সহস্রাধিক কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এসব স্কুলে প্রতিবছর ২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। রাজধানীতে দক্ষ শিক্ষক ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতিসহ ৫০টির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা মানসম্মত। এসব স্কুলে সর্বসাকুল্যে ২০-২২ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। সঙ্কটের মূল কারণ এটাই।

২০১২ সালের ১ জানুয়ারি দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮২টিতে নতুন করে ডাবল শিফট চালু করা হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কেন এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ল তার কোন সদুত্তর সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আছে কি ?

প্রতিবছর স্কুলে ভর্তির সময় আসলে বিশেষত অভিভাবকদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তির পদ্ধতি প্রবর্তন করায় কিছুটা হলেও স্বস্তি নেমে আসে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০০ নাম্বারের পরিবর্তে ৫০ নাম্বারের পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তটিও ইতিবাচক। কিন্তু যখন অনিয়মের কথা শুনি তখনই হোঁচট খাই। ১৯৬২ সালে দেশে যে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল তার মূল কথা ছিল 'বিত্তবানদের জন্যই শিক্ষা না, শিক্ষা সবার মৌলিক অধিকার'। কিন্তু বাস্তবে যেসব ঘটছে তাতে লটারি ব্যবস্থায়ও অভিভাবকরা বিশ্বাস আনতে পারছেন না। তারা একে লোক দেখানো বলে অভিহিত করছেন। ডোনেশন বা মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে যদি সন্তান ভর্তি করতে হয় তাহলে বর্তমান বাজারে শিক্ষার বুনিয়াদ পণ্যমূল্যের ওপর নির্ভর করবে। এতে মানুষ গড়ার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। শুধু তাই নয়, মেধাবী হলেও বাবা-মার দারিদ্র্যের জন্য সে কোনো ভালো স্কুলে পড়তে পারবে না। এটি কাম্য নয়। শিক্ষা একটি শিশুর মৌলিক অধিকার। আমরা চাই সে অধিকার তারা পূর্ণভাবে ভোগ করুক। শিক্ষা থেকে উৎপাটিত হোক দুর্নীতি ও বাণিজ্য। ভর্তি প্রক্রিয়াকে দিন দিন সহজ ও সাবলীল করতে হবে। সাথে বন্ধ করতে হবে গোপন ভর্তি বাণিজ্য। আমাদের জানা মতে, রাজধানী ঢাকায় কোনো আসন সঙ্কট নেই।

সবখানেই চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় ভর্তি হতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দেশে ভালোমানের স্কুল-কলেজের যথেষ্ট অভাব আছে। আর এ কারণেই ভর্তি বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পায় ফি বছর।

আমাদের অধিকাংশ স্কুলই সরকারি অর্থানুকূল্য ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। তাহলে গুণগত মানের দিক হতে বড় ধরনের ব্যবধান হবে কেন? অধিকাংশ স্কুলকে মোটামুটি একই মানসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারলে ভর্তি নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না। তখন বাড়ির পাশের ভালো স্কুলটিকেই সকলে প্রাধান্য দেবেন এবং অনেক সমস্যারই সমাধান হবে।

রাজধানীর খ্যাতিমান স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় সেগুলো মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। জীবনের প্রথম ভর্তির প্রাথমিক পর্যায়ে কোমলমতি শিশুদের যে হোঁচট খেতে হয় ও অভিভাবকদের যেভাবে নাজেহাল হতে হয়, সেটা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনৈতিকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য চাপ সৃষ্টি, অর্থের বিনিময়ে ভর্তি কোনোটাই সুখকর নয়। অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য সমূলে উৎপাটনসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল সমস্যার আশু সমাধানে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

মীর আব্দুল আলীম: সাংবাদিক ও কলাম লেখক

রাজধানীর খ্যাতিমান স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় সেগুলো মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। জীবনের প্রথম ভর্তির প্রাথমিক পর্যায়ে কোমলমতি শিশুদের যে হোঁচট খেতে হয় ও অভিভাবকদের যেভাবে নাজেহাল হতে হয়, সেটা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনৈতিকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য চাপ সৃষ্টি, অর্থের বিনিময়ে ভর্তি কোনোটাই সুখকর নয়। অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য সমূলে উৎপাটনসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল সমস্যার আশু সমাধানে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এই আমাদের প্রত্যাশা।